

জয় বাংলা

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

প্রচ্ছদ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯৬
নির্বাচনী ইশতেহার

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯৬
নির্বাচনী ইশতেহার
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জন্মলগ্ন থেকে বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দুঃখ দুর্দশা বিমোচনের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। বাঙালি জাতির সকল সংগ্রাম ও আন্দোলনে আওয়ামী লীগ পালন করেছে অগ্রণী ভূমিকা। '৪৮ ও '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র নির্বাচন, '৫৮-র সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৪-তে দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলন, '৬৬-তে স্বাধিকার আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন এবং সকল আন্দোলনের মিলন মোহনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পালন করেছে এক অনন্য ও অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ভূমিকা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গতিশীল ও সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলার মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে গেছে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে। বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ কখনো আপোষের পথে পা বাড়ায়নি বা কোন প্রকার ষড়যন্ত্র মোকাবেলায়ও পিছপা হয়নি। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং স্বাধীন জাতিসমূহের মাঝে বাঙালির আসন নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক অবদান। সংগ্রামের এই ঐতিহ্যময় ধারাবাহিকতায় বিগত প্রায় দুই যুগ ধরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনতার পাশে থেকে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই পরিচালনা করে যাচ্ছে। ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যে সরকার দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল, জাতির দুর্ভাগ্য, অচিরেই ঐ সরকার এক স্বৈরাচারী সরকারে পরিণত হয়। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে পতিত বিএনপি সরকার দুর্নীতি ও দুঃশাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে সমগ্র দেশকে। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দলীয়করণ, লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, রাহাজানি ইত্যাদি অপকর্মে দেশ ছেয়ে যায়। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার পদে পদে ভুলুষ্ঠিত হয়। এহেন দুঃসহ পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও দেশের সকল পেশা ও সর্বস্তরের মানুষ পুনরায় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এক দীর্ঘ ও সুকঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন শাসকদল গণদাবীর নিকট মাথা নত না করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে উদ্ভট ও অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে তাদের ক্ষমতার মসনদকে পাকাপোক্ত করার অশুভ লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এক ভোটারবিহীন প্রহসনের নির্বাচনের আয়োজন করে। ঐ নির্বাচন দেশ ও বিদেশের কোথাও কারো কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ১২৪টি তাজা প্রাণের বিনিময়ে, বিরোধী দলীয় হাজার হাজার নেতা-কর্মীর কারাভোগ, নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে গড়ে-ওঠা গণঅভ্যুত্থানে সূচিত হয় জনতার বিজয়। অথচ, যদি যথাসময় বিরোধীদলের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নেয়া হোত তাহলে নিরীহ অগণিত মানুষের জীবন ও সম্পদ ধ্বংস হোত না, দেশবাসীর দুর্ভোগ হোত না। বিএনপি'র ক্ষমতা লিঙ্গাই এসব জীবনহানি, সম্পদ ধ্বংস ও জনগণের দুর্ভোগের জন্য দায়ী। বাংলাদেশের বীর জনতার স্বতঃস্ফূর্ত ও অকুণ্ঠ সমর্থন এবং অংশগ্রহণের ফলেই এ গণঅভ্যুত্থানে পতন হয় অবৈধ ও স্বৈরাচারী বিএনপি সরকারের; প্রতিষ্ঠিত হয় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিএনপি সরকারের তল্লাবাহক নির্বাচন কমিশন হয় পুনর্গঠিত। জনতার সমর্থনপুষ্ট এ সরকার অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের মাধ্যমে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে, দেশবাসীর এটাই প্রত্যাশা, জনগণ নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে নিজ পছন্দ অনুসারে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত সরকার নির্বাচিত করতে পারলেই শহীদদের আত্মত্যাগ আর নির্যাতিতদের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বিজয় সত্যিকারভাবে সার্থক ও সফল হবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সুখী সমৃদ্ধশালী ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর এ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেশবাসীকে সাথে নিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে প্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে নবতর সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবে।

বিগত পাঁচ বছরে বিএনপি সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, দলীয়করণ, অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও দুঃশাসনের ফলে দেশের অর্থনীতি, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও অবৈধ অস্ত্রধারীদের দৌরাতে জনজীবন ও ব্যবসা-বাণিজ্য হয়ে উঠে দুঃসহ ও বিপর্যস্ত। বিনিয়োগকারীরা নিরুদ্যম ও হতাশ হয়ে পড়েন। বহু শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বদলে কৃষি উৎপাদন আজ নিঃসুমুখী। বাংলাদেশের কৃষক সমাজের আজ বড়ই দুর্দিন। দেশের এ দুঃসময়ে বিএনপি'র মন্ত্রী, নেতারা দুর্নীতি ও সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। রাতারাতি তারা হয়েছে শত শত কোটি টাকার মালিক। দেশের অর্থনীতি, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় বিরাজমান বর্তমান বিপর্যয়কর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাস্তবমুখী ও কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ করে তার বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

একটি আধুনিক যুগোপযোগী এবং পরিকল্পিত উন্নয়ন কৌশলের ভিত্তিতে সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশবাসীর সামনে দলীয় কর্মসূচী উপস্থাপন করেছে। একবিংশ শতাব্দী আজ আমাদের দ্বারপ্রান্তে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব আবিষ্কার ও প্রয়োগ বিশ্বকে দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের এ অগ্রযাত্রায় আমরাও শরীক হতে চাই, পিছিয়ে থাকতে চাই না। আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে চাই। আমরা চাই সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ। শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্নয়ন, মানবিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলার গণমানুষের রায়ের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের উপর সরকার পরিচালনার দায়িত্ব আর্পিত হলে ঘোষিত নীতিমালার ভিত্তিতে ঈশ্পিত লক্ষ্য অর্জনে, ইনশাআল্লাহ, আমরা এগিয়ে যাবো সুদৃঢ় পদক্ষেপে।

১. স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক সরকার

ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় জীবনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করবে।

খ) রাষ্ট্র পরিচালনায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে। প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করে একটা দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুশৃঙ্খল প্রশাসন- ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিরূপণকল্পে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে।

গ) প্রজাতন্ত্রের কর্মবৃত্তে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য সম্মানজনকভাবে জীবন ধারণের উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে বেতন কমিশন গঠন করা হবে।

ঘ) জাতীয় সংসদ হবে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নের প্রাণকেন্দ্র। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জাতীয় ঐকমত্যের উপর গুরুত্বারোপ করা হবে এবং তাতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

২. আইন শৃঙ্খলা

সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ চাই, নিরাপদ জীবন চাই-দেশবাসীর এ আকাঙ্ক্ষা আকুতির বাস্তব রূপ দিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করবে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সর্বাঙ্গিক প্রয়াস নেওয়া হবে। দলমত নির্বিশেষে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, রাহাজানিসহ সকল অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কঠোর হস্তে দমন করা

হবে। মানুষের সম্পদ ও ব্যক্তিগত অধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্রীয় কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা হবে। সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে আওয়ামী লীগ নাগরিক জীবনে পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এই লক্ষ্যে পুলিশ বাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান নিশ্চিত করা হবে। আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও দমকল বাহিনীর সদস্যদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে এবং তাদের চাকুরীর মান ও মর্যাদা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩. দুর্নীতি উচ্ছেদ কার্যক্রম

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে চাই- জনগণের এ প্রত্যাশা বাস্তবায়নে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। যারা দেশের সম্পদ লুট করেছে, অবৈধ পথে সম্পদ গড়ছে, সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে বা করবে তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ভিত্তিতে দেশের প্রচলিত আইনানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪. কৃষক ও কৃষি

ক) পাঁচ বছরে বিএনপি সরকার দেশের কৃষি-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। শুধুমাত্র ন্যায্যমূল্যে সারের দাবিতে পতিত সরকারের শাসনামলে ১৮ জন কৃষককে গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। খাদ্যে বিদেশ-নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আওয়ামী লীগ এ ব্যবস্থার অবসান করবে। স্বল্প ও ন্যায্যমূল্যে সার, বীজ, কীটনাশক, ঔষধ, সেচের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করে কৃষি উৎপাদনে কৃষকদের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। প্রয়োজনে এ খাতে যথোপযুক্ত ভর্তুকি দেওয়া হবে। প্রকৃত কৃষকের নিকট সহজ শর্তে কৃষি ঋণ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি চালু করা সহ প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কৃষিপণ্যের মূল্য কৃষকের জন্য লাভজনক এবং স্থিতিশীল রাখার কার্যকর নীতিমালা ও বাস্তবমুখী কর্মসূচী প্রণয়ন করা হবে। কৃষিপণ্য বাজারজাত করার জন্য আধুনিক ও প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হবে।

খ) ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ করা হবে। মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু পালন আধুনিকীকরণের কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ব্যাপক ভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে।

গ) ভূমি সংস্কার ও ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ও আধুনিক কর্মসূচী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হবে।

ঘ) ব্যাপকহারে বৃক্ষ রোপণ এবং বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫. শিল্পায়ন ও বাণিজ্য

আওয়ামী লীগের শিল্পায়নের মূল লক্ষ্য হবে দেশজ শিল্পের বিকাশ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি। আওয়ামী লীগ পোশাক ও বস্ত্রশিল্প, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া ও অন্যান্য রপ্তানীমুখী শিল্প এবং কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে অগ্রাধিকার দেবে। তাঁত শিল্পের আধুনিকীকরণ এবং বিকাশের লক্ষ্যে তাঁতীদের নিকট ন্যায্য মূল্যে সুতা সরবরাহ, তাঁত ঋণ মওকুফ, ঋণদান ও উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা হবে। কামার, কুমার, জেলেসহ বিভিন্ন কর্মজীবীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মুক্তবাজার অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করে ব্যক্তি-উদ্যোগ, বিনিয়োগ ও ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প খাতকে সকল প্রকার সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা হবে। শিল্প ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও পদ্ধতিসমূহ সংস্কার করে সরলীকরণ করা হবে। শিল্পায়নের সুসম প্রসারের জন্য জেলা ও থানা পর্যায়ে শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। ক্ষুদ্র, মাঝারি, কুটির শিল্প ও শ্রমঘন শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে দেশের বেকার যুব সম্প্রদায়ের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এসব প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতামূলক লাভজনক সংস্থায় পরিণত করা হবে।

অবাধ বাণিজ্যনীতির পাশাপাশি আমদানি ও রপ্তানির অসমতা দূর করে বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশের অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন দ্রুততর করা হবে। ব্যক্তিমালিকানাধীন কোন আর্থিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হবে না।

৬. শ্রমনীতি

শ্রমের ন্যায্যমূল্য প্রদান করা আওয়ামী লীগের নীতি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাদের কর্মের মূল্যায়ন ও জীবনের মানোন্নয়ন করার জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা গ্রহণ করা হবে। উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শ্রমিক শ্রেণীর একনিষ্ঠ অবদান ব্যতীত দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্য অর্জনে সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রমিক-মালিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে ত্রি-পক্ষীয় সমঝোতার ভিত্তিতে কার্যকর শ্রমনীতি প্রণয়ন করা হবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিজনিত সুফল শ্রমিকদের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে মজুরির সম্পৃক্ততা সৃষ্টির প্রয়াস নেওয়া হবে। শিল্প বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং শিল্প-শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে যৌথ আলাপ-আলোচনায় আপোষ মীমাংসা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম কনভেনশনের বিধান মোতাবেক সকল শিল্প বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতিসমূহের উন্নতি সাধন করা হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিস্থিতি ও প্রচলিত শ্রম আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চিকিৎসাবিনোদন, কার্য পরিবেশ ইত্যাদি শ্রম কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। শিশুশ্রম রোধ কল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭. সরকারী প্রচার মাধ্যম ও সংবাদপত্র

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। রেডিও, টেলিভিশন ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংবাদ সংস্থাকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করার লক্ষ্যে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদান করা হবে। সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহকে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হবে।

৮. বিচার বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মৌল নীতি অনুসারে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।

৯. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হবে। ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা ভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে। অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে এ সকল স্থানীয় সরকারের আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করা হবে।

১০. শিক্ষা ও মানব সম্পদ

শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও মান উন্নয়নকে দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হবে। দশ বছরের মধ্যে দেশকে যাতে নিরক্ষতার অভিশাপমুক্ত করা যায় সে জন্য সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করে এক জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রতি গ্রামে গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। প্রতি থানায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ধর্মীয় ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে উন্নতমানের ও আধুনিকীকরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের আলোকে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে। যুগোপযোগী উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে এবং সকল প্রকার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সামগ্রিকভাবে উন্নত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সেসন জট নিরসনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শোষিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবহেলিত বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানব-সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ে তোলার সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

১১. নারী ও শিশুর সার্বিক উন্নয়ন

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী সমাজের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল শ্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হবে। নারী নির্যাতন রোধ ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী অবহেলিত নারী ও শিশুদের মর্যাদা, অধিকার ও ভাগ্যোন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

১২. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

সকলের জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রতি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও প্রতি থানায় আধুনিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অসমাপ্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত করা হবে। দুস্থ ও গরীব মানুষের কল্যাণে স্বল্প মূল্যে আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ করা হবে। দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলার যাবতীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১৩. দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজ কল্যাণ

দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীকে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও আত্মনির্ভর জনশক্তিতে রূপান্তর করার সুষ্ঠু নীতিমালা গ্রহণ করা হবে। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান করা হবে। বাংলাদেশে বিদ্যমান বাস্তবতায় উন্নয়ন কৌশলের লক্ষ্য হবে দারিদ্র্য নিরসন, স্বাবলম্বিতা অর্জন ও মানব সম্পদের উন্নয়ন। এজন্য শ্রম, মেধা ও সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে। দারিদ্র্য নিরসনের কৌশল হবে বহুমুখী, বাস্তবানুগ ও সামগ্রিক উন্নয়ন ধারার সাথে সংগতিপূর্ণ। ছিন্নমূল নরনারী ও শহরের বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৪. ভৌত অবকাঠামো

কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য তথা সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলার উপর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে। রেল ও রাজপথসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রতিটি ইউনিয়নকে থানার সঙ্গে এবং থানাকে জেলা সদরের সঙ্গে উন্নত সড়কের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে। গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট, ব্রীজ ও সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া হবে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুফল দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। প্রস্তাবিত পদ্মা, মেঘনা, রূপসাসহ সকল বৃহৎ নদীর উপর সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। অভ্যন্তরীণ জলপথ ও নদীবন্দরসমূহের উন্নয়ন সাধন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হবে। চট্টগ্রাম ও চালনা সমুদ্র বন্দরের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পল্লী বিদ্যুতের ব্যাপক সম্প্রসারণসহ বিদ্যুতায়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের

ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হবে। স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১৫. পানি সম্পদ, বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ

পানি সম্পদ কৃষি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মৌলিক উপাদান। পানি সম্পদ বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও সদ্যবহারের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। নদনদী খনন, নদীর গতি নির্ধারণ, জলাধার নির্মাণ, ভাঙ্গন রোধ ও স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস, সৌরশক্তি, আণবিক শক্তি ও পানি সম্পদ ব্যবহার ক'রে আগামী ১০ বছরের মধ্যে সমগ্র দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। তেল, গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান নিজেস্ব উদ্যোগে সর্বাঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক প্রযুক্তি, সাহায্য এবং পুঁজি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হবে। হাওড় ও বাঁওড় অঞ্চল, ভাটি এলাকা ও সমুদ্র উপকূলবর্তী দ্বীপাঞ্চলের সম-উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৬. পশ্চাৎপদ অঞ্চল ও অনুন্নত সম্প্রদায়

ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও গোত্র নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের সম-অধিকার ও সুযোগের পরিপন্থী সকল আইনের বিলোপ সাধন করা হবে। ন্যায় বিচার ও মৌলিক মানবাধিকার সমুন্নত করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। দেশের অবহেলিত পশ্চাৎপদ উপজাতীয় অঞ্চলসমূহকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে উন্নত করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হবে। পশ্চাৎপদ অঞ্চল ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে দেশের অন্যান্য অঞ্চল ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের মতই সর্বক্ষেত্রে সমভাবে সমুদয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা হবে এবং তাদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ও ধর্মীয় আচার বিধি পালনের পূর্ণ নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।

১৭. ভাষা ও সংস্কৃতি

সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষার উপরও গুরুত্বারোপ করা হবে। জাতির সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে শিল্প, সাহিত্য, নাট্যকলা ও অন্যান্য কলাশিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে। নাট্যশিল্প চর্চার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বর্তমান অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল করে সময়োপযোগী ও সংস্কারমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

১৮. ক্রীড়া

ক্রীড়া ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, মনোযোগ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে ঈর্ষিত মাত্রায় অগ্রগতি হয়নি। আওয়ামী লীগ দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং বর্তমান ক্রীড়া অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করবে। আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে যুগোপযোগী ক্রীড়া নীতি প্রণয়ন করা হবে।

১৯. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও সীমান্তরক্ষা বাহিনীগুলোকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য যুগোপযোগীভাবে সুসজ্জিত করা হবে। সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় ও জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ স্থাপন

করা হবে। অফিসার ও সৈনিকদের পেশাগত উন্নয়ন ও চাকুরীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত আইন পরিবর্তন করা হবে।

২০. পররাষ্ট্রনীতি

‘সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরীতা নয়’- বঙ্গবন্ধুর নির্ধারিত এই মৌলিক নীতি অনুসরণ করেই আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে।

ক) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা সুরক্ষিত রাখা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই হবে পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। জাতিসংঘ ও জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, কমনওয়েলথ, মুসলিম রাষ্ট্র সম্মেলন (ওআইসি) এবং সার্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, অর্থবহ ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আওয়ামী লীগ সচেষ্টিত থাকবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সহযোগিতা ও সুসম্পর্কের ভিত্তিতে আঞ্চলিক সহযোগিতার কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। আওয়ামী লীগ সার্ক-এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করবে এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সার্ক-এর কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে।

খ) বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি নবায়ন করা হবে না। ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীনতা অর্জনকারী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এই চুক্তির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও সার্ক ভিত্তিক আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে এই চুক্তি নবায়ন করার প্রয়োজন নেই। মিথ্যাচার ও বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই চুক্তি সম্বন্ধে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা করা হয়েছে। বিগত বিশ বছরে কোন সরকারই এই চুক্তি বাতিল করার কথা মুখে উচ্চারণ করেন নি। এমন কি এই চুক্তির কোন সমালোচনাও তখন তারা করেন নি। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর জনগণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যেই বিএনপি এই চুক্তি সম্বন্ধে বিষোদগার ও উদ্ধানীমূলক প্রচারণা শুরু করেছে।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জিত হয়েছিল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃঢ় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলেই বাংলাদেশ পাকিস্তানী হানাদারদের দখলমুক্ত হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যেই ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহত হয়েছিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ও বাহক হিসাবে আওয়ামী লীগ শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবে।

গ) আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায্য দাবির ভিত্তিতে গঙ্গার পানি বন্টনের প্রশ্নে বিএনপির সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ভারতের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ৪৪ হাজার কিউসেক পানি পাওয়া নিশ্চিত করেছিলেন। জিয়াউর রহমান সাড়ে ৩৪ হাজার কিউসেক-এর ভিত্তিতে চুক্তি স্বাক্ষর করে মাত্র ২৭ হাজার কিউসেক পানি আনতে পেরেছিলেন। জেনারেল এরশাদ আনতে পেরেছিলেন ২০ হাজার কিউসেক। খালেদা জিয়ার সময় পানির হিস্যা কমে মাত্র ৯০০০ কিউসেকে এসে দাঁড়ায়। এর ফলে এবং কোন চুক্তি না থাকায় সারা উত্তরবঙ্গ আজ দ্রুত মরু অঞ্চলে পরিণত হচ্ছে। ফারাঙ্কা সমস্যা সমাধানে বিএনপি সরকারের ব্যর্থতা বাংলাদেশের কৃষি ও অর্থনীতিকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ফারাঙ্কা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করে সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান করবে। অন্যান্য আন্তর্জাতিক নদীর পানি বন্টনের প্রশ্নেও বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

সারা বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বর্তমান উন্নয়ন ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে মানব কল্যাণ ও উন্নতি বিধানে লাগসই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব আবিষ্কারসমূহের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। বিভিন্ন গবেষণা সংস্থাগুলোকে যুগোপযোগী ও উন্নতমানের করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উপসংহার

সুদীর্ঘ প্রায় দুই যুগ ধরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে না থাকা সত্ত্বেও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপদানে নিরলস সংগ্রামী কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সমৃদ্ধ ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আওয়ামী লীগ অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে আওয়ামী লীগ জনগণের নিকট প্রদত্ত ওয়াদা পালনে সংকল্পবদ্ধ থাকবে। ক্ষমতার বাইরে থেকে যেমন আমরা দেশবাসীর পাশে ছিলাম, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলেও জনগণের পাশে থেকেই আমরা দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাব।

রাষ্ট্র পরিচালনা এক সুকঠিন দায়িত্ব। তদপুরি যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশে শূন্য হাতে দেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব পালনে অতীতে আওয়ামী লীগের ভুল ত্রুটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অতীতের ভুল ত্রুটি দেশবাসী ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এ আমাদের প্রত্যাশা। জাতীয় ঐকমত্যই হবে সরকার পরিচালনায় আমাদের নীতি। নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড নয়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্য অর্জনে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে আপনাদের সমর্থন প্রার্থনা করছি। আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের নৌকা মার্কায়ে ভোট দিয়ে জয়মুক্ত করে দেশ সেবার সুযোগদানের আকুল আহ্বান জানাচ্ছি। বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

প্রচ্ছদ ছবি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি কর্তৃক ঢাকার ধানমন্ডীস্থ কার্যালয় (বাড়ী : ৪৯/১, সড়ক : ১২/এ) থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। মে ১৯৯৬।

মিনা প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ২২/১ কে এম দাশ লেন টিকাটুলি ঢাকা থেকে মুদ্রিত।